সপ্তম শ্রেণি

প্যারালাল TEXT

বাংলা ১ম পত্র

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়
উদ্ভাস একাডেমিক টিম

অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায়
মাহমুদুল হাসান সোহাগ
মুহাম্মদ আবুল হাসান লিটন

কৃতজ্ঞতায়
উদ্ভাস-উন্মেষ-উত্তরণ
শিক্ষা পরিবারের সকল সদস্য

প্রকাশনায়
উদ্ভাস একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার

প্রকাশকাল
সর্বশেষ সংস্করণ: জানুয়ারি, ২০২৫

কপিরাইট © উদ্ভাস

সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত। এই বইয়ের কোনো অংশই প্রতিষ্ঠানের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ফটোকপি, রেকর্ডিং, বৈদ্যুতিক বা যান্ত্রিক পদ্ধতিসহ কোনো উপায়ে পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি, বিতরণ বা প্রেরণ করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উৎসর্গ

বিনা স্বদেশী ভাষা, মিটে কি আশা!

ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছে, গর্ভধারিণীর মায়া ত্যাগ করেছে শুধু পরবর্তী প্রজন্ম 'মা' বলে ডাকতে পারে যেন- এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল। বাংলাদেশ অদ্ভুত কিছু পাগলের দেশ। যারা হাসতে হাসতে ভাষার মতো তুচ্ছ (!) জিনিসের জন্যও জীবন দিয়ে দেয়।

সকল ভাষা সৈনিককে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি...

সূচিপত্র

সপ্তম শ্রেণি

বাংলা ১ম পত্র

গদ্য		
১	কাবুলিওয়ালা	০১
২	লখার একুশে	১২
৩	মরু-ভাস্কর	২১
৪	শব্দ থেকে কবিতা	৩১
৫	পাখি	৪০
৬	পিতৃপুরুষের গল্প	৫১
৭	ছবির রং	৫৯
৮	সেই ছেলেটি	৭০
৯	বহু জাতিসত্তার দেশ- বাংলাদেশ	৮১
কবিতা		
১	নতুন দেশ	৯১
২	কুলি-মজুর	৯৯
৩	আমার বাড়ি	১০৮
৪	শ্রাবণে	১১৬
৫	গরবিনী মা-জননী	১২৪
৬	সাম্য	১৩৩
৭	মেলা	১৪১
৮	এই অক্ষরে	১৫০
৯	সিঁথি	১৫৯
আনন্দপাঠ		
১	তোতা-কাহিনি	১৬৭
২	জিদ	১৭৫
৩	খুদে গোয়েন্দার অভিযান	১৮৩
৪	দীক্ষা	১৯০
৫	পদ্য লেখার জোরে	১৯৮
৬	কোকিল	২০৫
৭	কিং লিয়ার	২১৩
৮	যুদ্ধক্ষেত্রে পিতাপুত্র	২২২
নাটিকা		
১	জাগো সুন্দর	২৩০

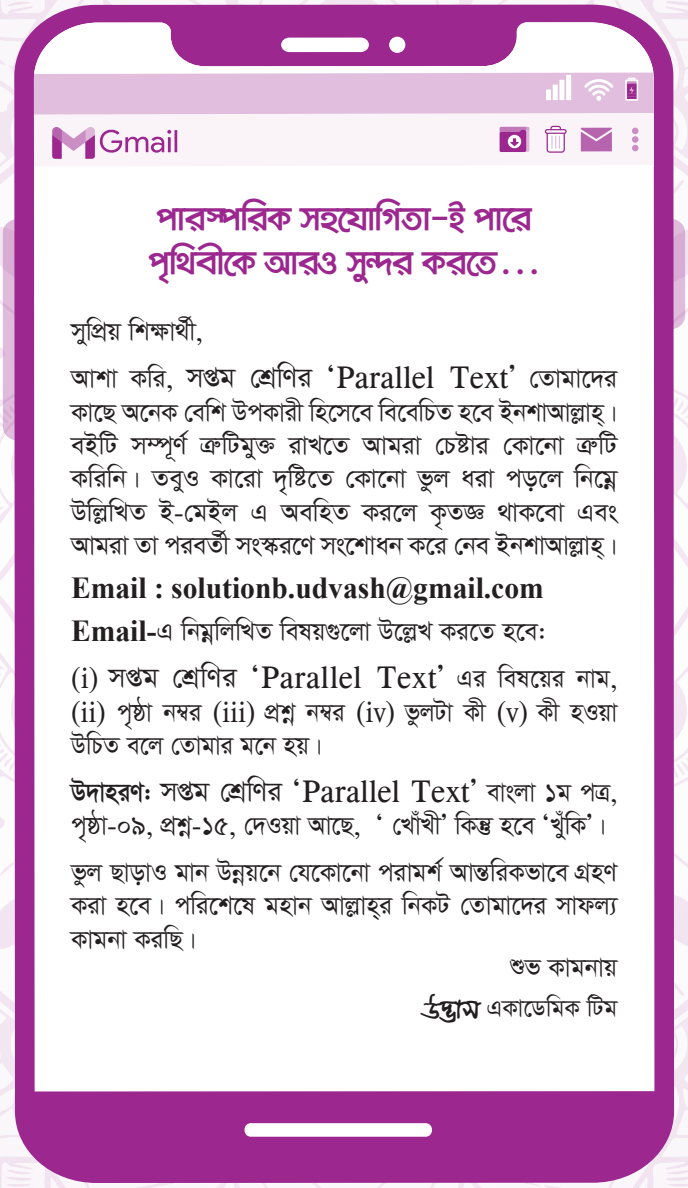

Gmail

পারস্পরিক সহযোগিতা-ই পারে পৃথিবীকে আরও সুন্দর করতে . . .

সুপ্রিয় শিক্ষার্থী,

আশা করি, সপ্তম শ্রেণির 'Parallel Text' তোমাদের কাছে অনেক বেশি উপকারী হিসেবে বিবেচিত হবে ইনশাআল্লাহ্। বইটি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত রাখতে আমরা চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি। তবুও কারো দৃষ্টিতে কোনো ভুল ধরা পড়লে নিম্নে উল্লিখিত ই-মেইল এ অবহিত করলে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং আমরা তা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেব ইনশাআল্লাহ্।

Email : solutionb.udvash@gmail.com

Email-এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উল্লেখ করতে হবে:

(i) সপ্তম শ্রেণির 'Parallel Text' এর বিষয়ের নাম, (ii) পৃষ্ঠা নম্বর (iii) প্রশ্ন নম্বর (iv) ভুলটা কী (v) কী হওয়া উচিত বলে তোমার মনে হয়।

উদাহরণ: সপ্তম শ্রেণির 'Parallel Text' বাংলা ১ম পত্র, পৃষ্ঠা-০৯, প্রশ্ন-১৫, দেওয়া আছে, ' খোঁখী' কিন্তু হবে 'খুঁকি'।

ভুল ছাড়াও মান উন্নয়নে যেকোনো পরামর্শ আন্তরিকভাবে গ্রহণ করা হবে। পরিশেষে মহান আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের সাফল্য কামনা করছি।

শুভ কামনায়

উদ্ভাস একাডেমিক টিম

গদ্য

কাবুলিওয়ালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখক-পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
জন্ম	২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দে (৭ই মে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে।
শৈশব ও পড়াশোনা	➢ স্কুলে নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁর হয়নি। ➢ সতেরো বছর বয়সে বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়েছিলেন। ➢ কিন্তু পড়া শেষ না হতেই দেশে ফিরে আসেন তিনি। ➢ বাল্যকালেই তাঁর কবিপ্রতিভার উন্মেষ ঘটে। ➢ মাত্র পনেরো বছর বয়সে তাঁর বনফুল কাব্য প্রকাশিত হয়।
পিতা	মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
মাতা	সারদা দেবী।
পিতামহ	প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর।
উল্লেখযোগ্য রচনা	➢ গল্পগ্রন্থ: 'গল্পগুচ্ছ'- ৯৫টি ছোটোগল্পের সংকলন। ➢ কাব্যগ্রন্থ: মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, ক্ষণিকা, বলাকা। ছোটদের জন্য: শিশু, শিশু ভোলানাথ, খাপছাড়া। ➢ উপন্যাস: চোখের বালি, শেষের কবিতা, যোগাযোগ, গোরা। ➢ নাটক: রক্তকরবী, বিসর্জন। ➢ ছোটদের জন্য বিভিন্ন রচনার সংকলন 'কৈশোরক'।
বিশেষ অর্জন	নোবেল পুরস্কার: ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে 'গীতাঞ্জলি' [Gitanjali: Song Offerings যেটি মূলত 'গীতাঞ্জলি' এবং অন্যান্য কাব্যের একটি সংকলন।] কাব্যগ্রন্থের জন্য এশীয়দের মধ্যে সাহিত্যে প্রথম নোবেল পুরস্কার পান।
বিশেষ তথ্য	➢ তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, সুরকার, গীতিকার, চিত্রশিল্পী, নাট্য প্রযোজক ও অভিনেতা।
বিশেষ অবদান	➢ বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটোগল্প রচয়িতা, শান্তি নিকেতন ও বিশ্বভারতীর মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তিনি শিক্ষায় নতুন ধারা সৃষ্টি করেন।
মৃত্যু	২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে (৭ই আগস্ট, ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দ) কলকাতায়।

পাঠ-পরিচিতি

পাঠের উদ্দেশ্য	বাংলা ভাষার সাধু রীতির সাহিত্য পাঠে অনুপ্রাণিত করা।
মূলকথা	'কাবুলিওয়ালা' গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বের সকল পিতার পিতৃত্বের সর্বজনীন ও চিরন্তন রূপ উন্মোচিত করেছেন।
সার-সংক্ষেপ	ভিন্ন সংস্কৃতিতে বেড়ে উঠলেও মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ ভালোবাসার অনুভূতি অনেকাংশেই এক। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আফগানিস্তানের মরু পর্বতের রুক্ষ প্রকৃতিতে গড়ে ওঠা একজন পিতা এবং নাতিশিতোষ্ণ আবহাওয়ার একজন বাঙালি পিতার ভিতরের স্নেহপ্রবণ মনের ঐক্য সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। দেশকালের সীমারেখা পিতৃহৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবণতায় কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। যে দেশের, যে সময়ের বা যে সংস্কৃতিরই মানুষ হোক না কেন পিতা সব সময়ই তার সন্তানকে একইরকম ভাবে ভালোবাসেন। সন্তানের মঙ্গলচিন্তা সব পিতারই সহজাত আকাঙ্ক্ষা।

পাঠ-বিশ্লেষণ

আমার পাঁচ বছর বয়সের ছোট মেয়ে মিনি এক দণ্ড কথা না কহিয়া থাকিতে পারে না।
সকালবেলায় আমার নভেলের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে হাত দিয়াছি এমন সময় মিনি আসিয়াই আরম্ভ করিয়া দিল, "বাবা, রামদয়াল দরোয়ান কাককে কৌয়া বলছিল, সে কিচ্ছু জানে না। না?"
সে আমার লিখিবার টেবিলের পার্শ্বে আমার পায়ের কাছে বসিয়া নিজের দুই হাঁটু এবং হাত লইয়া অতিদ্রুত উচ্চারণে আগড়ুম-বাগড়ুম খেলিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

বিশ্লেষণ: এখানে গল্পকথকের পাঁচ বছর বয়সি মেয়ে মিনির শিশুসুলভ উচ্ছলতা প্রকাশ পেয়েছে। শিশুরা সাধারণত চঞ্চল হয়; মিনিও তা-ই। তাই সে কথা ছাড়া একমুহূর্তও থাকতে পারে না। শিশুরা ছোটো ছোটো বিষয় অসীম কৌতূহল নিয়ে লক্ষ করে। যেমন– মিনি লক্ষ করেছে যে রামদয়াল দারোয়ান কাককে 'কৌয়া' বলে এবং রামদয়ালের এই অজ্ঞতা তার কাছে ভারি মজার বিষয় বলে মনে হয়। এই বিষয়টা তাই পিতার কাছে সে বেশ উৎসাহের সঙ্গে বর্ণনা করে। শিশুরা যেহেতু এক বিষয়ে বেশিক্ষণ স্থির থাকতে পারে না, তাই এর পরপরই মিনি আবার আগড়ুম-বাগড়ুম খেলায় মনোনিবেশ করে।

আমার ঘর পথের ধারে। হঠাৎ মিনি আগড়ুম বাগড়ুম খেলা রাখিয়া জানালার ধারে ছুটিয়া গেল এবং চিৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা।"
ময়লা ঢিলা কাপড় পরা, পাগড়ি মাথায়, ঝুলি ঘাড়ে, হাতে গোটাদুই-চার আঙুরের বাক্স, এক লম্বা কাবুলিওয়ালা পথ দিয়া যাইতেছিল তাহাকে দেখিয়া আমার কন্যারত্নের কিরূপ ভাবোদয় হইল বলা শক্ত, তাহাকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল।

বিশ্লেষণ: খেলতে খেলতে মিনির খেয়াল যায় রাস্তায় এক কাবুলিওয়ালার প্রতি। কাবুলিওয়ালার বেশভূষা খুব বিচিত্র। এজন্যেই হয়তো মিনির শিশুমনে কাবুলিওয়ালার প্রতি কৌতূহল জাগ্রত হয়। তবে কথক সেটা নিশ্চিত হয়ে বলতে পারছেন না যে কাবুলিওয়ালাকে দেখে তার স্নেহের কন্যারত্নের মনে কীরূপ ভাবপরিবর্তন হয়েছে।

মিনির চিৎকারে যেমনি কাবুলিওয়ালা হাসিয়া মুখ ফিরাইল এবং আমাদের বাড়ির দিকে আসিতে লাগিল, অমনি সে ঊর্ধ্বশ্বাসে অন্তঃপুরে দৌড় দিল, তাহার আর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার মনের মধ্যে একটা অন্ধ বিশ্বাসের মতো ছিল যে, ঐ ঝুলিটার ভিতর সন্ধান করিলে তাহার মতো দু-চারটে জীবিত মানবসন্তান পাওয়া যাইতে পারে।

বিশ্লেষণ: এ থেকে অনুমান করা যায়, কাবুলিওয়ালার প্রতি মিনির একদিকে যেমন কৌতূহল ছিল, অন্যদিকে তেমন কিছুটা ভীতিও ছিল। এই কৌতূহল হয়তো কেবল কাবুলিওয়ালাকে নিয়ে ছিল না। বরং কাবুলিওয়ালার মস্ত ঝুলিটার মধ্যে কী আছে সেটা নিয়েও ছিল। মিনির কাছে কাবুলিওয়াকে হয়তো একজন ছেলেধরা বলে মনে হতো, যে তার মতো ছোটো ছোটো শিশুদেরকে ঝুলিতে পুরে ঘোরে।

আমি মিনির অমূলক ভয় ভাঙাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া আনিলাম- সে আমার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাবুলি ঝুলির মধ্য হইতে কিসমিস, খোবানি বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল, সে কিছুতেই লইল না, দ্বিগুণ সন্দেহের সহিত আমার হাঁটুর কাছে সংলগ্ন হইয়া রহিল। প্রথম পরিচয়টা এমনি ভাবে গেল।

বিশ্লেষণ: মিনির পিতা কাবুলিওয়ালার সম্পর্কে তার ভয় ভেঙে দেওয়ার জন্য তাকে বাড়ির ভেতর থেকে ডেকে আনলো। কাবুলিওয়ালা তার ঝুলি থেকে কিসমিস, খোবানি বের করে দেওয়ার পরও মিনির ভয় ভাঙলো না। বরং কাবুলিওয়ালার প্রতি সন্দেহ বেড়ে গেল হয়তো এই ভেবে যে, যিনি ঝুলিতে বাচ্চা নিয়ে ঘোরেন, তিনি কেন তাকে বাদাম, কিসমিস দিতে চাইছেন। তাকেও হঠাৎ ধরে নিয়ে যাবে কি না। এই ছিল কাবুলিওয়ালার সঙ্গে মিনির প্রথম পরিচয়।

কিছুদিন পরে একদিন সকালবেলায় বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় দেখি, আমার দুহিতাটি দ্বারের সমীপস্থ বেঞ্চির উপর বসিয়া অনর্গল কথা কহিয়া যাইতেছে এবং কাবুলিওয়ালা তাহার পদতলে বসিয়া সহাস্যমুখে শুনিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে নিজের মতামতও ব্যক্ত করিতেছে। মিনির পঞ্চবর্ষীয় জীবনের অভিজ্ঞতায় বাবা ছাড়া এমন ধৈর্যবান শ্রোতা সে কখনো পায় নাই। আবার দেখি, তাহার ক্ষুদ্র আঁচল বাদাম- কিসমিসে পরিপূর্ণ।
সংবাদ পাইলাম, কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির এই যে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ তাহা নহে, ইতোমধ্যে সে প্রায় প্রত্যহ আসিয়া পেস্তাবাদাম ঘুষ দিয়া মিনির ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু অনেকটা অধিকার করিয়া লইয়াছে।

বিশ্লেষণ: অর্থাৎ কাবুলিওয়ালা সম্পর্কে মিনির যে একটা অমূলক ভয় ছিল সেটি কেটে গেছে। শিশুরা যেখানে স্নেহ পায় সেখানেই ঝোঁকে। কাবুলিওয়ালার সঙ্গে ইতোমধ্যেই মিনির বেশ কয়েকবার সাক্ষাৎ হয়েছে। মিনির শিশুমনের অজস্র কথার ধৈর্যবান শ্রোতা হয়ে, শিশুসুলভ আলাপে মেতে এবং প্রায় প্রত্যেক দিন মিনিকে পেস্তাবাদাম উপঢৌকন দিয়ে কাবুলিওয়ালা মিনির সঙ্গে এক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করে ফেলেছে।

দেখিলাম, এই দুটি বন্ধুর মধ্যে গুটিকতক বাঁধা কথা এবং ঠাট্টা প্রচলিত আছে- যথা, রহমতকে দেখিবামাত্র আমার কন্যা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিত, "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা, তোমার ও ঝুলির ভিতর কী?"
রহমত একটা অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর করিত, "হাঁতি।"
উহাদের মধ্যে আরও-একটা কথা প্রচলিত ছিল। রহমত মিনিকে বলিত, "খোঁখী, তোমি সসুরবাড়ি কখুনু যাবে না?"
কথাটার একটা কোনো জবাব না দিয়া চুপ করিয়া থাকা নিতান্ত তাহার স্বভাববিরুদ্ধ- সে উল্টিয়া জিজ্ঞাসা করিত, "তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবে?"
রহমত কাল্পনিক শ্বশুরের প্রতি প্রকাণ্ড মোটা মুষ্টি আস্ফালন করিয়া বলিত, "হামি সসুরকে মারবে।"
শুনিয়া মিনি শ্বশুর-নামক কোনো-এক অপরিচিত জীবের দুরবস্থা কল্পনা করিয়া অত্যন্ত হাসিত।

বিশ্লেষণ: মিনি এবং কাবুলিওয়ালার মধ্যে একধরনের রসিকতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এখানে এটাও জানা গেল যে কাবুলিওয়ালার নাম রহমত। মিনি প্রায় প্রতি সাক্ষাতেই কাবুলিওয়াকে কিছু ধরাবাঁধা প্রশ্ন করতো আর কাবুলিওয়ালাও মিনিকে আনন্দ দেওয়ার জন্য মজা করে সে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিত। কাবুলিওয়ালা যে বিশেষ ভঙ্গিমায় মিনির প্রশ্নগুলোর উত্তর দিত সেটা দেখবার জন্যেই হয়তো মিনি কিছু নির্দিষ্ট প্রশ্ন প্রতিবারই করতো।

মিনির মা অত্যন্ত শঙ্কিত স্বভাবের লোক। রহমত কাবুলিওয়ালা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন না। তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য তিনি আমাকে বারবার অনুরোধ করিয়াছিলেন।

বিশ্লেষণ: মিনির সঙ্গে কাবুলিওয়ালার অত্যন্ত স্নেহসুলভ মানবিক সম্পর্ক থাকার পরও মিনির মা কাবুলিওয়ালার প্রতি কিছুটা সংশয় পোষণ করতেন। কেননা রহমত অপরিচিত একটা লোক। চাইলেই তিনি মিনির যে কোনো ক্ষতি করতে পারেন। এজন্যেই তিনি রহমত কাবুলিওয়ালার প্রতি মিনির বাবাকে সতর্ক থাকবার জন্যে বারবার অনুরোধ করেছিলেন।

একদিন সকালে আমার ছোট ঘরে বসিয়া প্রুফশিট সংশোধন করিতেছি। এমন সময় রাস্তায় ভারি একটা গোল শুনা গেল।
চাহিয়া দেখি, আমাদের রহমতকে দুই পাহারাওয়ালা বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছে- তাহার পশ্চাতে কৌতূহলী ছেলের দল চলিয়াছে। আমি দ্বারের বাহিরে গিয়া পাহারাওয়ালাকে দাঁড় করাইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপারটা কী?
কিয়দংশ তাহার কাছে, কিয়দংশ রহমতের কাছে শুনিয়া জানিলাম যে, আমাদের প্রতিবেশী একজন লোক রামপুরী চাদরের জন্য রহমতের কাছে কিঞ্চিৎ ধারিত মিথ্যাপূর্বক সেই দেনা সে অস্বীকার করে এবং তাহাই লইয়া বচসা করিতে করিতে রহমত তাহাকে এক ছুরি বসাইয়া দিয়াছে।

বিশ্লেষণ: একদিন সকালে রাস্তায় বেশ হই-হট্টগোল শোনা গেল। হট্টগোলের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে মিনির বাবা দেখতে পেল রহমত কাবুলিওয়ালাকে দুজন পাহারাওয়ালা বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। তার অপরাধ হলো রামপুরী চাদরের পাওনা টাকার কথা অস্বীকার করায় সে মিনিদের এক প্রতিবেশীকে ছুরি দিয়ে আঘাত করেছে।

রহমত সেই মিথ্যাবাদীর উদ্দেশে নানারূপ অশ্রাব্য গালি দিতেছে, এমন সময় 'কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা' করিয়া ডাকিতে ডাকিতে মিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।
রহমতের মুখ মুহূর্তের মধ্যে কৌতুকহাস্যে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। মিনি একেবারেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবে?"
রহমত হাসিয়া কহিল, "সিখানেই যাচ্ছে।"
সাংঘাতিক আঘাত করার অপরাধে কয়েক বৎসর রহমতের কারাদণ্ড হইল।
তাহার কথা একপ্রকার ভুলিয়া গেলাম।

বিশ্লেষণ: এখানে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, পাওনা টাকার কথা অস্বীকার করে মিথ্যা কথা বলায় লোকটার ওপর রহমতের ক্রোধ। তা না হলে যে মানুষটা একটা শিশুকে প্রায় প্রতিদিন বিনা পয়সায় বাদাম, কিসমিস উপহার দিচ্ছে সে পাওনা টাকার জন্যে কাউকে ছুরি বসিয়ে দিত না। এখানে আরও একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, রহমতকে যখন বেঁধে জেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেই মুহূর্তেও মিনিকে দেখে তার মুখ কৌতুকহাস্যে প্রফুল্ল হয়ে উঠছে, এমন একটা মুহূর্তেও তিনি কৌতুক করতে ছাড়ছেন না! এখানে একই মানুষের দুটো বিপরীত রূপ দেখতে পাওয়া যায়, যে কি-না পাওনা টাকা অস্বীকার নিয়ে একটা মানুষকে ছুরি দিয়ে আঘাত করার মতো কঠোর, আবার নিজের কন্যাতুল্য এক শিশুর প্রতি অসম্ভব কোমল। যা-ই হোক, গুরুতর আঘাত করার অপরাধে রহমতের কয়েক বছর কারাদণ্ড হওয়ায় কথক তার কথা একপ্রকার ভুলেই গিয়েছিলেন।

কত বৎসর কাটিয়া গেল। আমার ঘরে আজ রাত্রি শেষ হইতে-না-হইতে সানাই বাজিতেছে। আজ আমার মিনির বিবাহ।
আমি আমার লিখিবার ঘরে বসিয়া হিসাব দেখিতেছি, এমন সময় রহমত আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।
আমি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। তাহার সে ঝুলি নাই। তাহার সে লম্বা চুল নাই, তাহার শরীরে পূর্বের মতো সে তেজ নাই। অবশেষে তাহার হাসি দেখিয়া তাহাকে চিনিলাম।
কহিলাম, "কী রে রহমত, কবে আসিলি?"
সে কহিল, "কাল সন্ধ্যাবেলা জেল হইতে খালাস পাইয়াছি।"

বিশ্লেষণ: মাঝখানে অনেকগুলো বছর অতিবাহিত হলো। মিনির পিতা এখন আর প্রুফ দেখছেন না, বই লিখছেন না, দেখছেন হিসাব; মিনির বিয়ের খরচের হিসাব। এমন সময় রহমত এসে হাজির। কথক এখানে রহমতের বাহ্যিক পরিবর্তনেরও কিছু বর্ণনা দিয়েছেন। কথক তাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, সে জেল হতে আজই মুক্তি পেয়েছে। এ থেকে মিনির প্রতি রহমত কাবুলিওয়ালার ভালোবাসা ও আত্মিক টান প্রকাশ পেয়েছে যে, জেল থেকে মুক্তি পাওয়া মাত্রই তিনি বিলম্ব না করে মিনিকে দেখতে চলে এসেছেন।

আমার ইচ্ছা করিতে লাগিল, আজিকার এই শুভদিনে এ লোকটা এখান হইতে গেলেই ভালো হয়। আমি তাহাকে কহিলাম, "আজ আমাদের বাড়িতে একটা কাজ আছে, আমি কিছু ব্যস্ত আছি, তুমি আজ যাও।"

কথাটা শুনিয়াই সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, অবশেষে দরজার কাছে গিয়া একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, "খোঁখীকে একবার দেখিতে পাইব না?"

আমি কহিলাম, "আজ বাড়িতে কাজ আছে, আজ আর কাহারও সহিত দেখা হইতে পারিবে না।"

সে যেন কিছু ক্ষুণ্ণ হইল। স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া একবার স্থিরদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, তারপরে 'বাবু সেলাম' বলিয়া দ্বারের বাহির হইয়া গেল।

বিশ্লেষণ: কন্যার বিয়ের দিনের মতো একটি শুভদিনে জেল খেটে আসা একজন মানুষের উপস্থিতি মিনির পিতার কাছে ভালো লাগছিল না। তাই সে রহমতকে ব্যস্ততার কথা বলে চলে যেতে বলে। রহমত যে উৎসাহ নিয়ে এ বাড়িতে দেখা করতে এসেছিল সে উৎসাহে কিছুটা ভাটা পড়ে। কিন্তু মিনিকে একবার না দেখে চলে যেতেও যেন তার মন সায় দিচ্ছিল না। কিন্তু মিনির পিতা যখন জানায় যে তার সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভব না তখন রহমত আশাহত হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, এরপর নিরূপায় হয়ে সালাম দিয়ে বেরিয়ে যায়।

আমার মনে কেমন একটু ব্যথা বোধ হইল। মনে করিতেছি তাহাকে ফিরিয়া ডাকিব, এমন সময়ে দেখি সে আপনি ফিরিয়া আসিতেছে।

কাছে আসিয়া কহিল, "এই আঙুর এবং কিঞ্চিৎ কিসমিস, বাদাম খোঁখীর জন্য আনিয়াছিলাম, তাহাকে দিবেন।"

বিশ্লেষণ: রহমতের প্রতি এরূপ আচরণ কথকের নিজের কাছেই নির্দয় বলে ঠেকে, তাই রহমতের মনের ব্যথাটা কথকের নিজের মনেও যেন অনুভূত হতে থাকে। তাই সে ভাবে রহমতকে ডেকে ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু রহমত নিজেই ফিরে আসে এবং মিনির জন্যে আনা আঙুর, কিসমিস, বাদাম তার পিতার হাতে দেয়। এ থেকে বোঝা যায় যে রহমতের মনে এখনও সেই ছোট্ট মিনির ছবিটিই এখনও গেঁথে আছে। মিনি যে এখন আর সেই ছোট্ট খুকি নেই, সে যে আজ বিয়ের কনে এ কথা রহমতের জানা ছিল না।

আমি সেগুলি লইয়া দাম দিতে উদ্যত হইলে সে হঠাৎ আমার হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল, "আপনার বহুৎ দয়া, আমার চিরকাল স্মরণ থাকিবে আমাকে পয়সা দিবেন না। বাবু, তোমার যেমন একটি লড়কি আছে, তেমনি দেশে আমারও একটি লড়কি আছে। আমি তাহারই মুখখানি স্মরণ করিয়া তোমার খোঁখীর জন্য কিছু কিছু মেওয়া হাতে লইয়া আসি, আমি তো সওদা করিতে আসি না।"

বিশ্লেষণ: মিনির জন্যে আনা রহমতের উপহারগুলো নিয়ে কথক তার মূল্য পরিশোধ করতে গেলে রহমত এতে ব্যথিত হয়। তাই সে মিনির পিতার হাত চেপে ধরে এবং পয়সা নিতে অস্বীকৃতি জানায়। রহমত যদিও কাবুল থেকে ব্যবসায়ের জন্যেই এখানে এসেছে, তবুও মিনি কিংবা তার পরিবারের সঙ্গে রহমতের ব্যবসায়ের সম্পর্ক নয়। বরং মিনির মধ্যে সে তার শিশু কন্যাটিকে খুঁজে পায়। তাই সে মিনির জন্যে নানা মজাদার জিনিস নিয়ে আসে। হয়তো সেগুলো পাওয়ার পর মিনির হাসিমুখটা দেখে রহমত নিজের কন্যার মুখটা কল্পনা করে তৃপ্ত হয় যে তার কন্যাও নিশ্চয়ই এগুলো পেলে এমনই খুশি হতো।

এই বলিয়া সে আপনার মস্ত ঢিলা জামাটার ভিতর হাত চালাইয়া দিয়া বুকের কাছে কোথা হইতে একটুকরা ময়লা কাগজ বাহির করিল। বহু সযত্নে ভাঁজ খুলিয়া দুই হস্তে আমার টেবিলের উপর মেলিয়া ধরিল।

দেখিলাম, কাগজের উপর একটি ছোট হাতের ছাপ। ফটোগ্রাফ নহে, তেলের ছবি নহে, হাতে খানিকটা ভুসা মাখাইয়া কাগজের উপরে তাহার চিহ্ন ধরিয়া লইয়াছে। কন্যার এই স্মরণচিহ্নটুকু বুকের কাছে লইয়া রহমত প্রতিবৎসর কলিকাতার রাস্তায় মেওয়া বেচিতে আসে।

বিশ্লেষণ: রহমতের যে মিনির মতো একটি কন্যা আছে আর সে যে তার শিশুকন্যার কথা স্মরণ করেই মিনিকে দেখতে আসে সেটি প্রমাণ করতে সে নিজের মস্ত জামার ভেতর থেকে একটুকরো ময়লা কাগজ বের করলো, যার ওপর ছিল তার কন্যার ভুসা-মাখানো হাতের ছাপ। এখানে লক্ষণীয়, রহমত কাগজটি বের করেছে তার বুকের কাছ থেকে, অর্থাৎ যে হৃদয়ে সে তার কন্যাকে ধারণ করে সেখান থেকে। আর কাগজটি খুলেছেও সে অতি যত্নে। কন্যার এই স্মরণ-চিহ্নটুকু বুকে নিয়েই এই পিতা প্রতিবছর কাবুল থেকে কলকাতায় বিভিন্ন ফল বিক্রি করতে আসে।

দেখিয়া আমার চোখ ছলছল করিয়া আসিল। সেই হস্তচিহ্ন আমারই মিনিকে স্মরণ করাইয়া দিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। অন্তঃপুরে ইহাতে অনেক আপত্তি উঠিয়াছিল। কিন্তু আমি কিছুতে কর্ণপাত করিলাম না। রাঙাচেলি-পরা কপালে-চন্দন-আঁকা বধূবেশিনী মিনি সলজ্জভাবে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহাকে দেখিয়া কাবুলিওয়ালা প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল, তাহাদের পুরাতন আলাপ জমাইতে পারিল না। অবশেষে হাসিয়া কহিল, "খোঁখী, তোমি সসুরবাড়ি যাবিস?"

বিশ্লেষণ: কাবুলিওয়ালার কথা শুনে মিনির পিতার চোখ ছলছল করে উঠলো। তিনি কাবুলিওয়ালার মধ্যকার স্নেহপরায়ণ পিতৃসত্তাটাকে দেখতে পেলেন। তাই তিনি বাড়ির অন্তঃপুরের তথা মহিলাদের আপত্তি সত্ত্বেও মিনিকে ডাকিয়ে আনেন। বধূবেশে মিনিকে দেখে কাবুলিওয়ালা থতমত খেয়ে গেলেন, কেননা তার স্মৃতিতে সেই ছোট্ট মিনির ছবিটিই ছিল। পঞ্চবর্ষীয় এক শিশুর সঙ্গে তিনি অবহেলে যে আলাপ জমাতে পারতেন তা আর এই মিনির সঙ্গে জমাতে পারলেন না। শিশুকালে যাকে জিজ্ঞেস করতেন, "খোঁখী, তোমি সসুরবাড়ি কখুনু যাবে না?" সেই খুকির আজ সত্যি শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার দিন এসে গেল। কাবুলিওয়ালা তাকে আজ জিজ্ঞেস করলেন, "খোঁখী, তোমি সসুরবাড়ি যাবিস?"

কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির যেদিন প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমার সেই দিনের কথা মনে পড়িল। মনটা কেমন ব্যথিত হইয়া উঠিল।
মিনি চলিয়া গেলে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রহমত মাটিতে বসিয়া পড়িল। সে হঠাৎ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, তাহার মেয়েটিও ইতোমধ্যে এইরূপ বড় হইয়াছে।
আমি একখানি নোট লইয়া তাহাকে দিলাম। বলিলাম, "রহমত, তুমি দেশে তোমার মেয়ের কাছে ফিরিয়া যাও; তোমাদের মিলনসুখে আমার মিনির কল্যাণ হউক।"

বিশ্লেষণ: মিনি চলে যাওয়ার পর কাবুলিওয়ালা মনে যেন একটা বড়ো ধাক্কা খেল আর উপলব্ধি করতে পারল যে কতটা সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। তার নিজের কন্যাটিও নিশ্চিয়ই আজ এত বড়োই হয়ে গেছে। তাই সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাটিতে বসে পড়লো। গল্পকথক কলকাতার এক ভদ্রলোক, অন্যদিকে কাবুলিওয়ালা সেই সুদূর কাবুল থেকে আগত এক ব্যবসায়ী, যার হয়তো জ্ঞানের বহর নেই, অর্থসংস্থানের অভাবে যে হয়তো নিজের কন্যার কাছেও ফিরে যেতে পারছে না। কিন্তু পিতৃহৃদয়ের দিক থেকে দুজনেই এক। কাবুলিওয়ালার হাতে টাকা দিয়ে তাকে দেশে তার নিজের মেয়ের কাছে ফিরে যাওয়ার পরামর্শদান আর তাদের মিলনকামনার মধ্য দিয়ে গল্পটির একটি মানবিক পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

মূল বইয়ের শব্দার্থ ও টীকা

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
কাবুল	আফগানিস্তানের রাজধানী।	সমীপস্থ	নিকটে, কাছে।
কাবুলিওয়ালা	কাবুলের অধিবাসী। অতীতে কাবুলের অনেক লোক নানা কাজে এ দেশে নিয়মিত যাতায়াত করত।	অনর্গল	অবিরাম, অনবরত।
দণ্ড	মুহূর্ত।	সহাস্যমুখ	হাসি মুখ।
নভেল	উপন্যাস।	পঞ্চবর্ষীয়	পাঁচ বছর বয়সী।
সপ্তদশ	সতেরো।	প্রুফশিট	কোনো লেখা ছাপার আগে বানান, বাক্য, যতিচিহ্ন এসব সংশোধনের জন্য মুদ্রিত পত্র।
পরিচ্ছেদ	অধ্যায়।	মেওয়া	ডালিম, আঙ্গুর, বাদাম প্রভৃতি ফল। এ গল্পে খুকির জন্যে কাবুলিওয়ালার আনা এ জাতীয় উপহার।
পার্শ্বে	পাশে।	খোঁখী	কাবুলিওয়ালা কর্তৃক 'খুকি' শব্দের অশুদ্ধ উচ্চারণ।
কন্যারত্ন	কন্যাকে আদর করে রত্নের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।	স্বভাববিরুদ্ধ	স্বভাবের বিপরীত।
ভাবোদয়	ভাবের উদয়। মনে চিন্তা বা ভাবনা জাগা।	মুষ্টি আস্ফালন	জোরে মুঠি নাড়িয়ে রাগ প্রকাশের ভঙ্গি।
ঊর্ধ্বশ্বাসে	অতি দ্রুতবেগে।	নিঃসংশয়	শঙ্কাহীন।
অন্তঃপুর	বাড়ির ভিতরের অংশ।	কিঞ্চিৎ	অল্প।
অভিপ্রায়	ইচ্ছা।	ধারিত	ঋণগ্রস্ত।
খোবানি	বাদাম জাতীয় ফল।	প্রফুল্ল	আনন্দিত।
দুহিতা	কন্যা।	লড়কি	মেয়ে।
দ্বার	দরজা।		

অতিরিক্ত শব্দার্থ ও টীকা

শব্দ	অর্থ
কর্ণপাত	শ্রবণ। গুরুত্ব প্রদান
ভুসা	প্রদীপের ধোয়া থেকে উৎপন্ন কালি। কাজল
সওদা	পণ্য বেচাকেনা
প্রত্যহ	প্রতিদিন।

সৃজনশীল প্রশ্ন ও এর উত্তর লিখন-কৌশল

০১। উদ্দীপক-১: নতুন দারোয়ান সামাদ মিয়ার সাথে ছেলের বেশি ভাব-বন্ধুত্ব কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না আবীরের মা। তিনি স্বামীকে বোঝান বিভিন্ন ফন্দি করে অনেক মানুষ এখন অন্যের বাচ্চা চুরি করে। সামাদ মিয়াও তো একদিন তেমন কিছু করে বসতে পারে।
উদ্দীপক-২: বারো বছর আগের ছোট্ট আবীর আজ কলেজ থেকে ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় হাসপাতালে। রক্তের জন্য বাবা-মা বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করছেন। খবর পেয়ে সামাদ মিয়া ছুটে এসে হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলেন 'সাহেব, আবীর বাবার জন্য আমার সব রক্ত নেন, আমার নিজের ছেলেরে হারাইছি, ওরে হারাইলে আমি বাঁচুম না।' [মূল বই]

(ক) কাবুলিওয়ালার মলিন কাগজটিতে কী ছিল? ১

(খ) "আমিতো সওদা করিতে আসি না।" কথাটি বুঝিয়ে লেখ। ২

(গ) উদ্দীপক-১ অংশে 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে- ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) 'উদ্দীপকের সামাদ মিয়া যেন কাবুলিওয়ালা গল্পের মূল ভাবকেই ধারণ করে আছে'- বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

ক. কাবুলিওয়ালার মলিন কাগজটিতে ছিল তার মেয়ের ছোট্ট হাতের ছাপ।

নোট: মূলগল্পের হুবহু তথ্যটি লিখতে হবে।

খ. নিজ সন্তানের মতো মিনির প্রতি ভালোবাসার কারণে কাবুলিওয়ালা বারবার গল্পকথকদের বাড়ি আসার বিষয়টি বোঝাতে প্রশ্নোক্ত কথাটি বলা হয়েছে।

'কাবুলিওয়ালা' গল্পে রহমত প্রতিবছর কলকাতায় মেওয়া বেচতে আসে। তার বাড়িতেও গল্পকথকের মেয়ে মিনির মতো এক মেয়ে আছে। তাদের দুইজনের বয়সও প্রায় এক। ফলে মিনির মধ্যেই সে নিজের মেয়ের ছায়া দেখতে পেয়েছে। এজন্য স্নেহের টানে রহমত বারবার মিনিকে দেখতে আসে। এসময় সে মিনির জন্য আঙুর, কিসমিস, বাদাম প্রভৃতি নিয়ে আসে। মিনির বিয়ের দিন গল্পকথক রহমতকে টাকা দিতে চাইলে তার এখানে আসা যে কেবল স্নেহের টানেই সেটি বোঝাতেই রহমত প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেছে।

নোট: মিনির প্রতি রহমতের ভালোবাসার কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে।

গ. উদ্দীপক-১ অংশে 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের গল্পকথকের স্ত্রীর সন্দেহপ্রবণ মানসিকতার দিকটি আবীরের মায়ের আচরণে প্রকাশ পেয়েছে।
আমাদের সমাজে অনেক অভিভাবকই শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত থাকেন। বিশেষ করে অপরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে শিশুদের মেলামেশা তারা সহজে মেনে নিতে পারেন না। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পেও এমনই একটি চিত্র দেখা যায়। মিনির মা রহমতকে সন্দেহ করতেন, কারণ তিনি মনে করতেন রহমতের মতো একজন অপরিচিত ব্যক্তি তার সন্তানের ক্ষতি করতে পারে।
একইভাবে, উদ্দীপক-১ অংশে দেখা যায়, আবীরের মা নতুন দারোয়ান সামাদ মিয়ার সঙ্গে তার ছেলের বেশি ঘনিষ্ঠতা মেনে নিতে পারছেন না। তিনি স্বামীকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, বর্তমান সমাজে অনেকেই শিশুদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে তাদের অপহরণ করে থাকে। ফলে সামাদ মিয়াও একই ধরনের কাজ করতে পারে বলে তার সন্দেহ হয়।
এ থেকে বোঝা যায়, অভিভাবকদের সন্তানের নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করা এবং সন্দেহপ্রবণ মনোভাব গল্পের কথকের স্ত্রীর মতোই আবীরের মায়ের আচরণেও প্রতিফলিত হয়েছে।

নোট: সন্তানের নিরাপত্তার জন্য অপরিচিত লোকের প্রতি সন্দেহের দিকটি আলোচনা করতে হবে।

ঘ. উদ্দীপক এবং 'কাবুলিওয়ালা' গল্প উভয়ক্ষেত্রেই পিতৃত্বের সর্বজনীন রূপ ফুটে ওঠায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।
একজন পিতার জন্য তার সন্তানের প্রতি ভালোবাসা এবং মঙ্গল কামনা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে রহমত তার নিজের মেয়েকে দূরে রেখে মিনির মধ্যে পিতৃস্নেহ খুঁজে পেত। মিনির প্রতি তার ভালোবাসা নিঃস্বার্থ ছিল।
উদ্দীপক-১ এ দেখা যায়, আবীরের মা নতুন দারোয়ান সামাদ মিয়ার প্রতি সন্দেহ পোষণ করেন, কারণ তিনি মনে করেন, তার মতো মানুষ শিশু চুরির মতো কাজ করতে পারে। কিন্তু উদ্দীপক-২ অংশে সেই সামাদ মিয়াই আবীরের দুর্ঘটনার খবর শুনে নিজে রক্ত দিতে ছুটে আসেন। তার আবেগঘন কথায় বোঝা যায়, তিনি আবীরকে নিজের সন্তানের মতোই ভালোবেসে ফেলেছেন।
ঠিক যেমন রহমত তার মেয়ের অনুপস্থিতিতে মিনিকে ভালোবেসে ফেলেছিল, তেমনি সামাদ মিয়াও আবীরকে নিজের সন্তানের মতো দেখে। এভাবেই সামাদ মিয়া কাবুলিওয়ালা গল্পের মূল ভাব—পিতৃত্বের সর্বজনীন রূপ—ধারণ করে আছে।

নোট: উদ্দীপকে সামাদ ও গল্পের কাবুলিওয়ার পিতৃত্বের দিকটি বর্ণনা করতে হবে।

CQ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। **কে এক দণ্ড কথা না বলে থাকতে পারে না?**
উত্তর: গল্পকথকের মেয়ে মিনি এক দণ্ড কথা না বলে থাকতে পারে না।

০২। **কে কাককে কৌয়া বলেছিল?**
উত্তর: রামদয়াল দারোয়ান কাককে কৌয়া বলেছিল।

০৩। **মিনি কী খেলা খেলতে শুরু করেছিল?**
উত্তর: মিনি আগডুম বাগডুম খেলা খেলতে শুরু করেছিল।

০৪। **কোন খেলা বন্ধ করে মিনি জানালার ধারে ছুটে গেল?**
উত্তর: আগডুম-বাগডুম খেলা বন্ধ করে মিনি জানালার ধারে ছুটে গেল।

০৫। **মিনি খেলা ফেলে চিৎকার করে কাকে ডাকতে লাগল?**
উত্তর: মিনি খেলা ফেলে চিৎকার করে কাবুলিওয়ালাকে ডাকতে গেল।

০৬। **কাবুলিওয়ালার মাথায় কী ছিল?**
উত্তর: কাবুলিওয়ালার মাথায় পাগড়ি ছিল।

০৭। **প্রথম পরিচয়ের দিনে কাবুলিওয়ালা মিনিকে কী দিয়েছিল?**
উত্তর: প্রথম পরিচয়ের দিনে কাবুলিওয়ালা মিনিকে কিসমিস-খোবানি দিয়েছিল।

০৮। **বাবা ছাড়া মিনির একমাত্র ধৈর্যবান শ্রোতা কে?**
উত্তর: বাবা ছাড়া মিনির একমাত্র ধৈর্যবান শ্রোতা কাবুলিওয়ালা।

০৯। **'কাবুলিওয়ালা' গল্পে কাবুলিওয়ালার নাম কী?**
উত্তর: 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে কাবুলিওয়ালার নাম রহমত।

১০। **মিনিকে 'খোঁখী' বলে ডাকত কে?**
উত্তর: মিনিকে 'খোঁখী' বলে ডাকত কাবুলিওয়ালা।

১১। **মিনির মা কেমন স্বভাবের মানুষ?**
উত্তর: মিনির মা অত্যন্ত শঙ্কিত স্বভাবের মানুষ।

১২। **মিনির মা কার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখার জন্য মিনির বাবাকে অনুরোধ করেছিলেন?**
উত্তর: মিনির মা কাবুলিওয়ালার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখার জন্য মিনির বাবাকে অনুরোধ করেছিলেন।

১৩। **গল্পকথকের প্রতিবেশী রহমতের নিকট কোন চাদরের জন্য ধারিত ছিলেন?**
উত্তর: গল্পকথকের প্রতিবেশী রহমতের নিকট রামপুরী চাদরের জন্য ধারিত ছিলেন।

১৪। **রহমত গল্পকথকের প্রতিবেশীকে কী দিয়ে আঘাত করেছিল?**
উত্তর: রহমত গল্পকথকের প্রতিবেশীকে ছুরি দিয়ে আঘাত করেছিল।

১৫। **ছুরি মারার অপরাধে রহমতের কী শাস্তি হয়েছিল?**
উত্তর: ছুরি মারার অপরাধে রহমতের কারাদণ্ড হয়েছিল।

১৬। **মিনির বিয়ের দিনে রাত্রি শেষ হতে না হতেই কী বাজছিল?**
উত্তর: মিনির বিয়ের দিনে রাত্রি শেষ হতে না হতেই সানাই বাজছিল।

১৭। **কাবুলিওয়ালার মলিন কাগজটিতে কী ছিল?**
উত্তর: কাবুলিওয়ালার মলিন কাগজটিতে ছিল একটি ছোট্ট হাতের ছাপ।

১৮। **কাগজের ওপর কার হাতের ছাপ ছিল?**
উত্তর: কাগজের ওপর রহমতের মেয়ের হাতের ছাপ ছিল।

১৯। **রহমতের সংগ্রহে থাকা হাতের ছাপটি কার?**
উত্তর: রহমতের সংগ্রহে থাকা হাতের ছাপটি তার মেয়ের।

২০। **রহমত প্রতিবছর কোথায় মেওয়া বেচতে আসে?**
উত্তর: রহমত প্রতিবছর কলকাতায় মেওয়া বেচতে আসে।

CQ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। **মিনিকে পেস্তাবাদাম দেওয়াকে 'ঘুষ' বলা হয়েছে কেন?**
উত্তর: কাবুলিওয়ালা প্রতিদিন মিনিকে পেস্তাবাদাম দিয়ে তার শিশুমন জয় করে নিয়েছিল বলে পেস্তাবাদাম দেওয়াকে 'ঘুষ' বলা হয়েছে।
কাবুলিওয়ালা রহমত জীবিকার তাগিদে এদেশে ব্যবসায় করতে আসে। বাড়িতে রেখে আসে ছোটো কন্যাশিশু। স্নেহবৎসল কাবুলিওয়ালা নিজের সন্তানের কথা মনে করেই মিনিকে কিসমিস, খোবানি, পেস্তাবাদাম প্রভৃতি উপহার দিত। মিনির পিতার দৃষ্টিতে কাবুলিওয়ালার এই উপহার মিনির শিশুমন জয় করার প্রয়াস হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এ কারণে তিনি কাবুলিওয়ালার দেওয়া উপহারকে 'ঘুষ' বলেছেন।

০২। **"অমনি সে ঊর্ধ্বশ্বাসে অন্তঃপুরে দৌড় দিল" কেন?**
উত্তর: কাবুলিওয়ালাকে বাড়ির দিকে আসতে দেখে, অমূলক ভয়বশত মিনি ঊর্ধ্বশ্বাসে অন্তঃপুরে দৌড় দিল।
মিনি লেখকের পাঁচ বছর বয়সের ছোট মেয়ে। সে খুবই চঞ্চল প্রকৃতির। কাবুলিওয়ালাকে দেখে সে চিৎকার করে ডাকাডাকি আরম্ভ করে। কিন্তু যখনই কাবুলিওয়ালা তার ডাকে সাড়া দিল অমনি সে ঊর্ধ্বশ্বাসে অন্তঃপুরে দৌড় দিল। কারণ তার ধারণা ছিল, কাবুলিওয়ালা ঝুলির ভেতরে তার মতো ছোট ছেলেমেয়েদের পুরে রাখে। এজন্য সে ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

০৩। **কাবুলিওয়ালা কীভাবে মিনির ক্ষুদ্র হৃদয় জয় করেছিল?**
উত্তর: কাবুলিওয়ালা তার পিতৃসুলভ স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে মিনির ক্ষুদ্র হৃদয়কে জয় করেছিল।
'মিনিকে দেখে কাবুলিওয়ালার দূর দেশে রেখে আসা নিজ কন্যার কথা মনে পড়ে। তাই সে প্রায় প্রতিদিনই মিনির সাথে দেখা, করতে আসে। বসে বসে মিনির কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে। মিনির জন্য নিয়ে আসে বাদাম আর কিসমিস। এমন করেই মিনির ক্ষুদ্র হৃদয়ে স্থান করে নেয় সে।

০৪। **কে অত্যন্ত শঙ্কিত স্বভাবের নারী এবং কেন? বুঝিয়ে লেখো।**
মিনির মা অত্যন্ত শঙ্কিত স্বভাবের মানুষ, কেননা তিনি কাবুলিওয়ালা সম্পর্কে নিঃসংশয় ছিলেন না।
কাবুলিওয়ালা রহমতের বাড়ি আফগানিস্তানে। সে কলকাতায় এসেছিল ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে। এখানে আসার পর গল্পকথকের পাঁচ বছর বয়সি মেয়ে মিনির সঙ্গে তার সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু মিনির মায়ের মনে কাবুলিওয়ালাকে নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়। তিনি মিনির বাবাকে কাবুলিওয়ালার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে বলেন। মূলত সন্তান হারানোর আশঙ্কা থেকেই মিনির মায়ের মনে এমন ভাবের উদয় হয়েছে।

০৫। রহমত মিনির প্রতিবেশীকে ছুরি বসিয়ে দিয়েছিল কেন?

উত্তর: মিনির প্রতিবেশী রহমতের কাছে পাওনা টাকার কথা অস্বীকার করলে রহমত তাকে ছুরি বসিয়ে দিয়েছিল।

মিনিদের প্রতিবেশী রামপুরী চাদর কেনার সূত্রে রহমতের কাছে অল্প ঋণগ্রস্ত ছিল। কিন্তু মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সেই ঋণের কথা সে অস্বীকার করে। এর ফলে রহমত এবং মিনির প্রতিবেশীর মধ্যে বাক্-বিতণ্ডা শুরু হয়। এক পর্যায়ে রহমত তাকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে।

০৬। "রহমত সেই মিথ্যাবাদীর উদ্দেশে নানারূপ অশ্রাব্য গালি দিতেছে"- কেন?

পাওনা টাকার কথা অস্বীকার করায় রহমত সেই মিথ্যাবাদীর উদ্দেশ্যে অশ্রাব্য গালি দিচ্ছিল।

গল্পকথকের প্রতিবেশীর সঙ্গে রহমতের ব্যবসায়িক লেনদেন ছিল। রামপুরী চাদর বাবদ তার কাছে রহমতের কিছু টাকা পাওনা ছিল। সেই - টাকা চাইতে গেলে লোকটি টাকা বাকির বিষয়টি অস্বীকার করে। ফলে রহমতের মেজাজ বিগড়ে যায়। এ নিয়ে কথা-কাটাকাটির এক পর্যায়ে রহমত ছুরি বের করে লোকটির শরীরে বসিয়ে দেয়। পাহারাদাররা তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ার সময় সে মিথ্যাবাদী লোকটিকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিতে থাকে।

CQ প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। 'আইসক্রিম নেবে আইসক্রিম? আইসক্রিম নেবে আইসক্রিম?'—প্রতিদিন বিকেলে এক আইসক্রিমওয়ালা এমন সুরে ডাকতে ডাকতে গলির মোড়ে এসে দাঁড়ায়। ছোট্ট রনি তখন বারান্দায় খেলছিল। আইসক্রিমওয়ালার ডাক শুনে সে কৌতূহলী হয়ে গেটের কাছে আসে। আইসক্রিমওয়ালা বলে, 'আইসক্রিম খাবে রনি?' কিন্তু রনি ভয় পেয়ে দ্রুত ঘরের ভেতর দৌড়ে যায়। কয়েকদিন পর রনি আর আইসক্রিমওয়ালার মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এরপর থেকে আইসক্রিমওয়ালা এলেই রনি তার কাছে গিয়ে আইসক্রিম খাওয়ার বায়না ধরে।

(গ) উদ্দীপকটিতে 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকটি 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের সমগ্র ভাব প্রকাশ করতে পারেনি"—উদ্দীপক ও 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

গ. উদ্দীপকটিতে 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের শিশুমনের সরলতা, ভয় এবং বন্ধুত্বের দিকটি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

'কাবুলিওয়ালা' গল্পে দেখা যায়, রহমত নামের এক আফগান ব্যবসায়ী কলকাতায় আসে এবং মিনির সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। প্রথমে মিনি তাকে দেখে ভয় পায় এবং তার সঙ্গে কথা বলতে চায় না। কিন্তু ধীরে ধীরে রহমত ও মিনির মধ্যে একটি সুন্দর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। রহমত মিনির জন্য নানা উপহার নিয়ে আসে, আর মিনি তার সঙ্গে আনন্দে কথা বলে।

উদ্দীপকটিতেও একই রকম ঘটনা ফুটে উঠেছে। রনি প্রথমে আইসক্রিমওয়ালাকে দেখে ভয় পায় এবং ঘরের ভেতরে চলে যায়। কিন্তু কিছুদিন পর তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এরপর থেকে রনি প্রতিদিন আইসক্রিমওয়ালার জন্য অপেক্ষা করে এবং আইসক্রিম খাওয়ার জন্য বায়না ধরে। এতে স্পষ্ট হয় যে শিশুমনের সহজাত ভয়, কৌতূহল এবং নতুন সম্পর্ক তৈরির প্রবণতা গল্পের মতোই এখানে প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকের ঘটনাটি 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের কিছু দিকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও এটি গল্পের সম্পূর্ণ ভাবকে তুলে ধরতে পারেনি।

উভয় ক্ষেত্রেই একটি শিশু ও এক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মধ্যে বন্ধুত্বের চিত্র ফুটে উঠেছে। রনি প্রথমে ভয় পেলেও পরে আইসক্রিমওয়ালার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

তবে, 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে রহমত ও মিনির বন্ধুত্ব কেবল সরল আনন্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। রহমত মিনির মধ্যে তার নিজের মেয়ের ছায়া খুঁজে পায়, যা তার পিতৃস্নেহকে জাগিয়ে তোলে। গল্পে কাবুলিওয়ালার মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্নতার বেদনা এবং তার জীবনসংগ্রামের করুণ চিত্রও ফুটে উঠেছে। কিন্তু উদ্দীপকে শুধুমাত্র শিশুমনের সরলতা ও বন্ধুত্ব প্রকাশ পেয়েছে, গভীর আবেগ ও জীবনসংগ্রামের ছোঁয়া নেই।

সুতরাং, উদ্দীপকটি বন্ধুত্ব ও ভয় কাটিয়ে ওঠার বিষয়টি ফুটিয়ে তুললেও 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের মূল আবেগ ও ট্র্যাজিক দিক এতে অনুপস্থিত।

০২। সাত বছরের মেহেদীর বাবা কয়েক বছর আগে এক দুর্ঘটনায় মারা যান। মা একটি পোশাক কারখানায় কাজ করেন। মেহেদী সারাদিন বাড়িতে একা কাটায়, খেলাধুলার সঙ্গীও নেই। সন্ধ্যায় মা ফিরে এলে সে মায়ের কাছেই তার সব আবদার করে। মা তাকে যতটা সম্ভব সময় দেওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু বাবার অভাব সে কিছুতেই ভুলতে পারে না।

(গ) উদ্দীপকের মেহেদী 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের কোন বিষয়টিকে তুলে ধরে? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) 'পিতৃস্নেহের আকাঙ্ক্ষাই উদ্দীপকের মূল সুর'–'কাবুলিওয়ালা' গল্পের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

উত্তর

গ. উদ্দীপকের মেহেদী 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের পিতৃস্নেহ এবং শিশুমনের চাহিদার বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলে।
'কাবুলিওয়ালা' গল্পে রহমত তার ছোটো মেয়েকে আফগানিস্তানে রেখে এসেছে। সে জানে, প্রতিটি শিশু তাদের বাবার স্নেহ ও ভালোবাসার চাহিদা নিয়ে বড়ো হয়। গল্পে রহমত মিনির মধ্যে তার নিজের মেয়ের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পায় এবং তার প্রতি গভীর মমতা অনুভব করে।
একইভাবে, উদ্দীপকের মেহেদীও বাবার অভাব অনুভব করে এবং সেই শূন্যতা পূরণ করতে মায়ের কাছে আবদার করে। শিশুমনের এই সহজাত আকাঙ্ক্ষা তার বাবার ভালোবাসা পাওয়ার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রতিফলন। তাই, উভয় ক্ষেত্রেই পিতৃস্নেহের গুরুত্ব ও শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য তা কতটা জরুরি, সেটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ঘ. 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে পিতৃস্নেহের আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত মর্মস্পর্শীভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যা উদ্দীপকের মূল ভাবের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। রহমত তার মেয়ের থেকে দূরে থাকায় তার অভাব গভীরভাবে অনুভব করে। মিনির সঙ্গে তার বন্ধুত্বের মূল কারণই হলো মিনির মধ্যে সে তার মেয়ের ছায়া খুঁজে পায়, যা তাকে সাময়িকভাবে হলেও মানসিক শান্তি দেয়।
একইভাবে, উদ্দীপকের মেহেদীও বাবার স্নেহ পাওয়ার জন্য আকুল, কিন্তু সে তা পায় না। তার একমাত্র আশ্রয় তার মা, যার সঙ্গে সে সব আবদার করে। তবে, মা যতই চেষ্টা করুক না কেন, বাবার অভাব সে পূরণ করতে পারে না।
'কাবুলিওয়ালা' গল্পে পিতৃস্নেহের আকাঙ্ক্ষা শুধু একটি আবেগ নয়, বরং এটি মানবিক সম্পর্কের গভীরতা ও ভালোবাসার এক অনন্য রূপ তুলে ধরে। উদ্দীপকের মূল ভাবও একই—একজন শিশুর জন্য পিতার স্নেহ ও ভালোবাসা কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং তা না পাওয়ার কষ্ট কতটা গভীর।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্ন ও উত্তর

০১। 'কাবুল' কোন দেশের রাজধানী?
(ক) উজবেকিস্তান (খ) আফগানিস্তান
(গ) নেপাল (ঘ) তুর্কিমেনিস্তান **খ**

০২। কথা না বলে একদণ্ড থাকতে পারে না কে?
(ক) রহমত (খ) মিনির মা
(গ) মিনি (ঘ) গল্পকথক **গ**

০৩। গল্পকথক নভেলের কততম পরিচ্ছেদে হাত দিয়েছিলেন?
(ক) পঞ্চদশ (খ) সপ্তদশ
(গ) ঊনবিংশ (ঘ) অষ্টাদশ **খ**

০৪। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে রহমতের পরিচয় কোনটি?
(ক) দারোয়ান (খ) ফেরিওয়ালা
(গ) কেরানি (ঘ) কাবুলিওয়ালা **ঘ**

০৫। গল্পকথকের পাশে আগডুম বাগডুম খেলতে আরম্ভ করল কে?
(ক) রহমত (খ) মিনি
(গ) মিনির বান্ধবী (ঘ) মিনির ছোটবোন **খ**

০৬। কাককে রামদয়াল কী বলছিল?
(ক) কোয়েল (খ) কৌয়া (গ) কাউয়া (ঘ) কুহু **খ**

০৭। গল্পকথকের টেবিলের পাশে মিনি কী খেলছিল?
(ক) গঙ্গা-যমুনা (খ) গোল্লাছুট
(গ) আগডুম-বাগডুম (ঘ) চোর-পুলিশ **গ**

০৮। গল্পকথক মিনিকে ডেকে আনলেন কেন?
(ক) পরিচয় করাতে (খ) গল্প করতে
(গ) চাঁদ দেখাতে (ঘ) ভয় ভাঙাতে **ঘ**

০৯। মিনির পঞ্চবর্ষীয় জীবনের অভিজ্ঞতায় শ্রোতা একজন তার বাবা, অন্যজন-
(ক) ফেরিওয়ালা (খ) কাবুলিওয়ালা
(গ) আত্মীয় (ঘ) প্রতিবেশী **খ**

১০। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে ধৈর্যবান শ্রোতা কে?
(ক) মিনির মা (খ) মিনির প্রতিবেশী
(গ) রামদয়াল (ঘ) কাবুলিওয়ালা **ঘ**

১১। গল্পকথক মিনির ক্ষুদ্র আঁচল কীসে পরিপূর্ণ দেখলেন?
(ক) চকোলেট-বাদামে (খ) বাদাম-কিসমিসে
(গ) বিস্কুট-কিসমিসে (ঘ) বিস্কুট-চকোলেটে **খ**

১২। মিনি কাবুলিওয়ালাকে কী প্রশ্ন করত?
(ক) তুমি কেমুন আছ? (খ) তুমি কখন আসবে?
(গ) তুমি দেশে যাবে? (ঘ) তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবে? **ঘ**

১৩। মিনির প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় রহমত তার কথায় একটি অনাবশ্যক কী যোগ করত?
(ক) অনুস্বার (খ) বিসর্গ
(গ) চন্দ্রবিন্দু (ঘ) র-ফলা **গ**

১৪। 'তোমার ও ঝুলির ভিতর কী' - মিনির এ প্রশ্নের উত্তরে কাবুলিওয়ালা কী বলত?
(ক) হাতি (খ) হাঁতি (গ) হতি (ঘ) হঁতি **খ**

১৫। মিনিকে কাবুলিওয়ালা কী বলে ডাকত?
(ক) খুকি (খ) খোকি
(গ) খোঁখী (ঘ) খুঁকি **গ**

১৬। কার সম্পর্কে মিনির মা সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন না?
(ক) রহমত (খ) লেখক
(গ) রামদয়াল (ঘ) মিনি **ক**

১৭। মিনির মা কাবুলিওয়ালার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে অনুরোধ করেন কী কারণে?
(ক) কাবুলিওয়ালা অচেনা লোক
(খ) মিনির মায়ের শঙ্কিত স্বভাব
(গ) মিনির চঞ্চল স্বভাব
(ঘ) দারোয়ানের অভিযোগ **ক**

১৮। সকালে লেখক ছোট ঘরে বসে কী করছিলেন?
(ক) উপন্যাস লিখছিলেন
(খ) গান শুনছিলেন
(গ) প্রুফশিট সংশোধন করছিলেন
(ঘ) হিসাব করছিলেন **গ**

১৯। 'সিখানেই যাচ্ছে'- এখানে মূলত রহমত কোথায় যাওয়ার কথা বলেছে?
(ক) মেয়ের কাছে (খ) শ্বশুরবাড়ি
(গ) পাওনা আদায়ে (ঘ) জেলখানায় **ঘ**

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
শাকিল মিয়া চুড়ি-ফিতা বিক্রি করে বেড়ায়। তার মেয়ের বয়সি একটি মেয়ে স্বর্ণাকে সে খুব আদর করে। সামান্য একটি অপরাধে শাকিল মিয়াকে কয়েক বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়। জেল থেকে ফিরে সে প্রথমে স্বর্ণার সাথে দেখা করতে যায়।

২০। অনুচ্ছেদটি তোমার পাঠ্য বইয়ের কোন গল্পের সাথে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়?
(ক) মরুভাস্কর (খ) কাবুলিওয়ালা
(গ) লখার একুশে (ঘ) পাখি **খ**

২১। অনুচ্ছেদটিতে উক্ত গল্পের যে বিষয় প্রকাশ পেয়েছে-
(i) পিতৃস্নেহের (ii) স্নেহপ্রবণতার
(iii) সহজাত আকাঙ্ক্ষা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii
(গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii **ঘ**

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
আজগর আলি প্রতি বছর পৌষ মাসে নানা প্রকার পণ্যের সওদা করতে রংপুরে যায়। সে বাড়ি থেকে যাওয়ার সময় তার কন্যার ছবি বুক পকেটে করে নিয়ে যায়।

২২। অনুচ্ছেদটি তোমার পাঠ্য বইয়ের কোন গল্পটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে?
(ক) বলাই (খ) ছবির রং
(গ) কাবুলিওয়ালা (ঘ) লাল ঘোড়া **গ**

২৩। উক্ত গল্পের প্রতিফলিত যে দিক অনুচ্ছেদে ফুটে উঠেছে-
(i) সব মানুষের দুঃখ কষ্ট অনেকাংশে এক
(ii) সব মানুষের আনন্দ অনুভূতি অভিন্ন
(iii) সব মানুষের ভালোবাসার অনুভূতি প্রায় একই
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii **গ**

২৪। কাবুলিওয়ালার মাথায় কী ছিল?
(ক) টুপি (খ) পাগড়ি
(গ) মাফলার (ঘ) গামছা **খ**

২৫। "আজকার এই শুভদিনে এ লোকটা এখান হইতে গেলেই ভালো হয়" এ উক্তিটিতে কোন ভাব প্রকাশ পেয়েছে?
(ক) সামাজিক কুসংস্কার (খ) সামাজিক অবহেলা
(গ) সামাজিক রীতিনীতি (ঘ) সামাজিক প্রেক্ষাপট **ক**

মূল বইয়ের MCQ প্রশ্ন ও উত্তর

০১। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে শঙ্কিত স্বভাবের মানুষটি কে?
(ক) রহমত (খ) মিনির মা
(গ) রামদয়াল (ঘ) মিনির বাবা **খ**

০২। মিনির বাবার মনে একটু ব্যথা বোধ হয়েছিল কেন?
(ক) মিনির শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছে বলে
(খ) রহমতকে কারাগারে যেতে দেখে
(গ) মিনির সাথে রহমতের দেখা না হওয়ায়
(ঘ) রহমতের মেয়ের কথা ভেবে **গ**

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
ফাতেমা চৌধুরী অফিসে যাওয়ার পথে প্রায়ই একটি পথশিশুকে রাস্তায় শুয়ে থাকতে দেখেন। একদিন তিনি ছেলেটিকে কিছু খাবার দিতে চাইলে সে ভয়ে পালিয়ে যায়। কয়েকদিনের চেষ্টায় ছেলেটি তার সাথে নানা গল্পে মেতে ওঠে। এখন প্রায়দিনই তিনি ছেলেটির জন্য বাসায় তৈরি খাবার নিয়ে আসেন। তবে কখনো তার দেখা না পেলে খুব চিন্তিত হয়ে ওঠেন।

০৩। উদ্দীপকের ফাতেমা চৌধুরীর সাথে 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের কোন চরিত্রের মিল আছে?
(ক) রহমত (খ) রামদয়াল
(গ) লেখক (ঘ) মিনি **ক**

০৪। উদ্দীপকে 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের কোন দিকটি ফুটে ওঠেছে?
(i) সন্তান বাৎসল্য (ii) সহমর্মিতা
(iii) সহযোগিতা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii **ক**

গুরুত্বপূর্ণ প্র্যাক্টিস টেস্ট

MCQ

সময়: ১০ মিনিট | পূর্ণমান: ১৫

০১। 'তাহার কথা একপ্রকার ভুলিয়া গেলাম' লেখক কার কথা ভুলে গেলেন?
(ক) বাড়ির চাকরের কথা (খ) মিনির মায়ের কথা
(গ) মিনির কথা (ঘ) রহমতের কথা

০২। গল্পকথকের ঘরে রাত শেষ না হতেই কী বাজছিল?
(ক) বাঁশি (খ) সানাই (গ) ঢোল (ঘ) সেতার

০৩। রহমত কখন জেল থেকে খালাস পেয়েছিল?
(ক) সকালে (খ) দুপুরে (গ) রাতে (ঘ) সন্ধ্যায়

০৪। জেল থেকে খালাস পেয়ে রহমত মিনির জন্য কী নিয়ে এসেছিল?
(ক) আঙুর ও কিসমিস (খ) আঙুর ও কমলা
(গ) খোবানি ও কিসমিস (ঘ) খোবানি ও কমলা

০৫। রহমতের জামার ভেতর থেকে বের করা কাগজটিতে কী ছিল?
(ক) মিনির ছবি চিঠি (খ) কন্যার চিঠি
(গ) কন্যার হাতের ছাপ (ঘ) কন্যার ছবি

০৬। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে রহমত কোথায় মেওয়া বেচতে আসে?
(ক) ঢাকায় (খ) মাওয়ায় (গ) কাবুলে (ঘ) কলকাতায়

০৭। মেয়ের স্মরণচিহ্ন বুকে নিয়ে রহমত কলকাতার রাস্তায় কী বিক্রি করত?
(ক) খেজুর (খ) মেওয়া (গ) পেস্তা (ঘ) আপেল

০৮। 'কাবুলিওয়ালা'- গল্পে গল্পকথকের চোখ ছল ছল করার কারণ-
(ক) কন্যার অসুস্থতার খবর (খ) কন্যাকে না দেখতে পেয়ে
(গ) কন্যার বিয়ের সংবাদে (ঘ) কন্যার স্মরণচিহ্ন দেখে

০৯। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের রহমতের-
(i) হাতে গোটা দুই-চার আঙুরের বাক্স
(ii) ময়লা ঢিলা কাপড় পরা
(iii) মাথায় পাগড়ি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i ii, iii

১০। কত বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যারিস্টারি পড়তে যান?
(ক) পনেরো (খ) ষোলো (গ) সতেরো (ঘ) আঠারো

১১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যের কোন শাখায় সমৃদ্ধি এনেছেন?
(ক) ছোটগল্প (খ) উপন্যাস
(গ) নাটক (ঘ) সকল শাখায়

১২। নিচের কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত?
(ক) বিশ্বভারতী (খ) কলামন্দির
(গ) ভারতাশ্রম (ঘ) শিল্পতীর্থ

১৩। 'কিঞ্চিৎ' শব্দের অর্থ কী?
(ক) অল্প (খ) ব্যাপক (গ) কঞ্চি (ঘ) কাঁচি

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
করিম ব্যাবসার জন্য প্রতিবছর নিজের পরিবারকে রেখে অন্য দেশে যায়। সেখানে তার মেয়ের বয়সি একটি মেয়ের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। কিন্তু একদিন সামান্য অপরাধের জন্য দীর্ঘদিন জেলে বন্দি থাকে।

১৪। উদ্দীপকের করিমের সাথে কাবুলিওয়ালা গল্পের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে?
(ক) মিনির (খ) মিনির বাবার
(গ) রহমতের (ঘ) রামদয়াল

১৫। যে কারণে উদ্দীপকটি তোমার পঠিত 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের প্রতিনিধিত্ব করে?
(i) মেয়েকে রেখে ব্যাবসা করতে যাওয়া
(ii) বিপদে পরা
(iii) পরিবারের কাছে পুনরায় ফিরে আসা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

CQ

০১। জবাকে পেয়ে পোস্টমাস্টার নিজ মেয়েকে অনেকটা ভুলে থাকার চেষ্টা করে। জবা পোস্টমাস্টারকে রান্না করে, কাপড় ধুয়ে সাহায্য করে। পোস্টমাস্টার অসুস্থ হলে জবা তাকে ঔষধ খাওয়ায়। মাথায় জলপট্টি দেয় তার।
(গ) উদ্দীপকটির সাথে 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের সাদৃশ্য দেখাও। ৩
(ঘ) "পোস্টমাস্টার রহমতের সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি নয়"- উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তরমালা

MCQ

০১	ঘ	০২	খ	০৩	ঘ	০৪	ক	০৫	গ	০৬	ঘ	০৭	খ	০৮	ঘ	০৯	ঘ
১১	ঘ	১২	ক	১৩	ক	১৪	গ	১৫	ক								

১০	গ

CQ

০১। (গ) উত্তর সংকেত: 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটিতে নিজের মেয়ে বয়সি মিনিকে পেয়ে রহমত তার নিজের মেয়েকে ভুলে থাকার চেষ্টা করে। একইভাবে উদ্দীপকটিতেও পোস্টমাস্টার জবাকে পেয়ে নিজের মেয়েকে ভুলে থাকার চেষ্টা করে। এই সাদৃশ্যই ব্যাখ্যা করতে হবে।
(ঘ) উত্তর সংকেত: গল্পের বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে কাবুলিওয়ালার মধ্যে বিভিন্ন দিক দেখা গেলেও উদ্দীপকের পোস্টমাস্টারের ক্ষেত্রে সেসকল দিক দেখা যায় না। তাই পোস্টমাস্টার রহমতের সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি নয়।